দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বিত কোর্স চালু হচ্ছে

নতুন শিক্ষাবর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের উপহার দিচ্ছে নতুন সিলেবাস। প্রায় একযুগ পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংস্কারের অংশ হিসাবে বিলোপ ঘটবে বিতর্কিত কোর্স পদ্ধতির। চালু হবে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি। আগামী পহেলা জুলাই থেকে যাত্রা শুরু হবে নতুন সিলেবাসের। শিক্ষার মান উন্নয়নে এ সিলেবাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ধারণা। তবে এ আশাবাদ কতটা সফল হবে তা সময়ই বলে দেবে।

বর্তমান কোর্স পদ্ধতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। এ পদ্ধতির অধীনে অনার্সের মূল বিষয় এবং সাবসিডিয়ারি দুই-ই বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যেমন ৬০০ নম্বরের সাবসিডিয়ারি ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি থাকে খুবই কম। কোন কোন সময় ফাঁকা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পড়ে থাকে ক্লাসরুমের বেঞ্চ ও চেয়ার। সাবসিডিয়ারির নম্বর অনার্সের সাথে যোগ না হওয়ায় ছাত্ররা এটাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে না। কোনমতে শতকরা ৩৩ নম্বর পেলেই একজন ছাত্রকে উত্তীর্ণ হিসাবে ধরা হয়। সাবসিডিয়ারি ক্লাসে শিক্ষকের অনুপস্থিতি এ ব্যবস্থাকে আরও শিথিল করে তুলেছে। অভিযোগ রয়েছে, বেশিরভাগ শিক্ষক সাবসিডিয়ারি ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না। ছাত্র ও শিক্ষকের এই ফাঁকির ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি। বর্তমানে অনার্সের মোট নম্বর ৯০০। কিন্তু সমন্বিত কোর্স পদ্ধতিতে মোট নম্বর থাকবে ১৫০০। প্রথম বর্ষে ৪০০, দ্বিতীয় বর্ষে ৫০০ ও তৃতীয় বর্ষে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে প্রত্যেককে। পাস নম্বর হবে শতকরা ৩৬। অবশ্য নম্বর বন্টনে বিভিন্ন অনুষদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকবে। তবে মোট অনার্সের নম্বর সব বিভাগের জন্য ১৫০০। নতুন এ পদ্ধতিতে কলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে ইনকোর্স পরীক্ষা থাকবে না। এ অনুষদে ৫০ নম্বরের (১৫+১৫+২০)ভাইভা ও ৫০ নম্বরের (১৫+১৫+২০) টিউটরিয়াল পরীক্ষায় ছাত্রদের অংশ নিতে হবে। অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে তৃতীয় বর্ষে ৫০ নম্বরের কমপ্রিহেনসিভ ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া প্রতি ১০০ নম্বরের কোর্সে ইনকোর্সের জন্য ২০ এবং টিউটরিয়াল বা টার্মপেপারের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। বাকি ৭০ নম্বরের কোর্স ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদও সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি চালু করছে। তবে নিয়ম-কানুন এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস আধুনিকীকরণের সাথে সাথে আরও কিছু বিষয়ের সংস্কার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কোর্স পদ্ধতিতে দুপুরের পর ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে যায়। কারণ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের রুটিন থাকে আগে। কিন্তু সমন্বিত কোর্স পদ্ধতিতে সব ক্লাসই হবে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাসরুটের সময়সূচী পরিবর্তন ও নতুন বাস কেনার প্রয়োজন দেখা দেবে। নতুন পদ্ধতিতে বাড়তি শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে নিয়োগ দেয়া হবে পার্টটাইম শিক্ষক।

সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি একটি সুখবর নিয়ে আসছে ছাত্রদের মধ্যে। প্রত্যেক বিভাগকে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হবে। ফলে মাসের পর মাস রেজাল্ট পাবার প্রহর গুণতে হবে না ছাত্রদের। প্রত্যেক বিভাগকে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হলে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বিভিন্ন বিভাগ। অবশ্য অনার্সের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট প্রশাসনিক ভবন সরবরাহ করবে।

পড়ার টেবিলে ফিরে যাবে এরা *ছবি ঃ বায়েজিদ আক্তার*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক ক্ষেত্রে আরেকটি সংস্কার করতে যাচ্ছে '৯৬ সাল থেকে। অনার্সের বর্তমান তিনবছর মেয়াদ '৯৬ সাল থেকে চারবছর করার প্রস্তাব উঠেছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্য অনুষদ অনার্সের মেয়াদ চারবছর চূড়ান্ত করেছে। '৯৫ সাল থেকে বাণিজ্য অনুষদের অনার্স কোর্স হবে চারবছর। অন্যান্য অনুষদেও এ নিয়ম চালু হতে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশসমূহে বাংলাদেশের উচ্চ ডিগ্রী অবহেলিত। প্রথম শ্রেণী থেকে গ্যাপ ছাড়া মাষ্টার্স পাস করতে আমাদের দেশে সময় লাগে ১৬ বছর। কিন্তু বিদেশে সময় লাগে ১৭ বছর বা তার বেশি। যে কারণে বিদেশে পড়াশোনা করা বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীদের এক থেকে দু'বছর লস করতে হয়। শিক্ষার্থীদের এ সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে চালু করা হবে চারবছর মেয়াদী অনার্স কোর্স।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা এনেছে। আগের তুলনায় সন্ত্রাস কমে যাওয়ায় ও সব মহলের আন্তরিকতার ফলে একাডেমিক ক্যালেন্ডার সাফল্যের মুখ দেখেছে। সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ। আর এটা মোকাবিলা করতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।